S.M. Mannan (Kochi)
Senior Vice President

MADE IN BANGLADESH WEEK
12-18 November 2022, Dhaka

BGMEA

বিজ্ঞপ্তি নং- বিজিএ/হেলথ/২০২২/২৯৮ তারিখ ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২

''সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য''

বিষয়ঃ কনজাংকটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগ সম্পর্কে সচতেনতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মী,

আস্সালামু আলাইকুম।

আপনার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, দেশে সম্প্রতি কনজাংকটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার মাঝে এ রোগ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের একজন সদস্য আক্রান্ত হলে পর্যায়ক্রমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে। আপনার ও আপনার কারখানার শ্রমিক/কর্মচারীদের সচতেনতার লক্ষ্যে প্রচার করার জন্য এ বিষয়ে প্রাথমিক কিছু তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কনজাংকটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগ কি ঃ

কনজাংকটিভাইটিস বা চোখ ওঠা হল কনজাংকটিভাইটিস প্রদাহ ব্যথা, এটি চোখের পাতার নিচে ঝিল্লির মতো পাতলা পর্দা যা চোখের সাদা অংশে বা চক্ষু পল্লবের ভিতর ভাগকে ঢেকে রাখে। চোখ ওঠা রোগ মূলত ছোট বাচ্চাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায় আর তাদের থেকে অন্যদের চোখে ছড়ায়। উল্লেখ্য যে, ভাইরাস জনিত চোখ ওঠার ক্ষেত্রে পাতলা বর্ণহীন পানি পড়ে বেশি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত হলে নিঃসরণটি ঘন ও একটু হলদেটে হয়ে যায়।

লক্ষন ও উপসর্গঃ

১। চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে যাওয়া।
২। চোখের পাতা ফুলে যাওয়া।
৩। ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের দুই পাতা একসঙ্গে লেগে থাকা।
৪। চোখ দিয়ে পানি পড়া।
৫। চোখে জ্বালাপোড়া ও চুলকানি হওয়া।
৬। দেখতে সমস্যা হওয়া।
৭। আলোতে কষ্ট হওয়া।
৮। চোখে হলুদ বা সাদা রঙের ময়লা জমা হওয়া।

প্রতিকারঃ

১। চোখে হাত না দেওয়া।
২। চোখে কালো চশমা ব্যবহার করা।
৩। ধূলাবালি, আগুন এবং রোদে কম যাওয়া।
৪। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া।
৫। পুকুর নদী নালায় গোসল না করা ।
৬। রুমালের পরিবর্তে নরম টিস্যু ব্যবহার করা।
৭। পরিবারের সবার জন্য পৃথক পৃথক তোয়ালেসহ অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৮। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া।

ধন্যবাদান্তে,

এস.এম. মান্নান (কচি)
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

অনুলিপি ঃ
১। পিএস টু প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ।
২। পিএস টু অফিস বেয়ারার, বিজিএমইএ।